## ড্রেস আপ ইওর পেট ডে

সাজগোজ করা কি শুধু মানুষের অধিকার? পোষ্য বলে কি সেজেগুজে থাকা যাবে না? আলবাত যাবে। তাই প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি নিজেদের পোষ্যকে হাল ফ্যাশনের পোশাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন অনেকে।

### পুরভোটের আগে কেমন আছে জলপাইগুড়ি আজ ১৮ নম্বর ওয়ার্ড

# শহরের প্রাণকেন্দ্রে হাজারো সমস্যা

**বাজনা বেজে গিয়েছে পুরভোটের। কী অবস্থায় রয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড? বাসিন্দাদের চাওয়াপাওয়ার হিসেব কতটা পূর্ণ হল? খোঁজখবর নিতে নামল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ চর্চায় ১৮ নম্বর ওয়ার্ড।**

**সৌরভ দেব**

**জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি :** শহরের লোকের মুখে আজও যে শব্দটি মাঝেমধ্যেই শোনা যায় তা হল 'চেয়ারম্যানের ওয়ার্ড'। বিশেষ করে পুরসভার সাফাইকর্মীরা এখনও এই শব্দটি ব্যবহার করেন। 'চেয়ারম্যানের ওয়ার্ড' শব্দটি শুনলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে, ঝাঁ চকচকে রাস্তা। কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই, ড্রেনগুলো সব পরিষ্কার, সন্ধের পরেই এলইডি আলোয় ঝলমলে রাস্তা, এমনকি রয়েছে পানীয় জলের সুব্যবস্থা। একটা সময় সত্যি এমনটাই ছিল চেয়ারম্যানের ওয়ার্ড বা পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডটি। সেকথা অকপটে স্বীকারও করছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারাই। কিন্তু বর্তমানে কোথায় যেন একটা খামতি খুঁজে পাচ্ছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারাই।

ওয়ার্ডের পুর পরিষেবা মারাত্মক খারাপ হয়েছে এমনটা নয়। কিন্তু কোথায় যেন একটা অভিভাবকহীন অনুভব কাজ করছে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। আগে যেখানে বাসিন্দারা কিছু চাওয়ার আগেই পেয়ে যেতেন। এখন দাবিপত্র পেশ করেও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রেই বলা যেতে পারে পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ভৌগোলিক অবস্থানটি। মুহুরিপাড়া, সুহৃদ লেন, কেরানিপাড়া, শিল্পসমিতিপাড়া, নিউ সার্কুলার লেন এবং মোহন্তপাড়ার একাংশ নিয়ে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডটি। এই ওয়ার্ডের মোট ভোটার প্রায় ২ হাজার ৮০০ এবং বাসিন্দা প্রায় ৪ হাজার। একসময় ওয়ার্ডের ঝাঁ চকচকে ছবিটা কিছুটা হলেও আজও রয়ে গিয়েছে। আম্রুত প্রকল্পের জলে পাইপ পাতার কাজের জন্য সার্বিকভাবে ওয়ার্ডের ভালো রাস্তাগুলো খারাপ হয়ে যায়। পুরসভা থেকে বেশিরভাগ রাস্তা মেরামতি হলেও এখনও কিছু রাস্তা বেহাল রয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম সুহৃদ লেনের রাস্তাটি। এই রাস্তাটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের পাশাপাশি ২৩ এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও ব্যবহার করেন। যে কারণে রাস্তাটির গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় ধরে এই রাস্তাটি বেহাল।

এলাকার একটি বহুতলের বাসিন্দা শুভ্রজিৎ সরকার বলেন, 'আমাদের এলাকার সমস্যা বলতে এই রাস্তাটি। যতদিন যাচ্ছে রাস্তাটি ক্রমেই বেশি খারাপ হয়ে পড়ছে। এছাড়া আবর্জনা সাফাইয়ে সম্প্রতি একটু ঢিলেঢালা ভাব দেখা যাচ্ছে। যেটা আগে কখনও আমরা দেখিনি। আম্রুত জলপ্রকল্পের পাইপলাইন পাতার কারণে ওয়ার্ডের কেরানিপাড়া মন্দিরের সামনের রাস্তাটির বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে রয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা বাবুয়া সরকার বলেন, 'কেরানিপাড়া মোড় থেকে হরি সরকার পার্ক পর্যন্ত পাইপ পাতার কাজে ভেঙে যাওয়া রাস্তা সারাই হয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে রাস্তাটি আর মেরামতি হল না। মেরামতি না হওয়ার কারণে ভালো রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ছে।'

দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সমস্যায় রয়েছেন মোহন্তপাড়া পোস্ট অফিসের পাশের গলির বাসিন্দারা। এই রাস্তাটির ওপর বেশ কয়েকটি বহুতল রয়েছে। যেখানে বেশ কয়েকটি পরিবার থাকে। মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ মিটার রাস্তাটি মেরামতির জন্য একাধিকবার পুর কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েও ফল পাননি বাসিন্দারা। ওই গলির এক বহুতলের বাসিন্দা রূপক সান্যাল বলেন, 'গলিতে ঢোকার মুখের কালভার্টটি যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। এছাড়াও ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র আমাদের রাস্তাটাই সবচেয়ে খারাপ। আমরা রাস্তা সারাইয়ের জন্য পুর কর্তৃপক্ষকে দাবিপত্র দিয়েছি। শুধুমাত্র আশ্বাস পেয়েছি। বাস্তব চিত্রটা আর বদলায়নি।'

ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে একটি ছোট শিশু উদ্যান। সেটিও করোনাকালে বন্ধ থাকার কারণে আগাছায় ছেয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা তেজেন সরকার বলেন, 'মাঝে করোনা পরিস্থিতি যখন ভালো ছিল সেই সময় সমস্ত পার্ক খুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডের পার্কটি সেই সময় খোলা হয়নি। পরিচর্যার অভাবে আগাছায় ছেয়ে রয়েছে। আমার মনে হয় পার্ক বন্ধ থাকলেও সেটিকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত কর্তৃপক্ষের, তা না হলে পাড়ার মধ্যে থাকা শিশুদের মনোরঞ্জনের জায়গাটি ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাবে।'

**কী পেলাম কী পাইনি**

**কত মার্কস পাবে ওয়ার্ড নম্বর ১৮**

রাস্তা ৭/১০
আলো ৬/১০
পানীয় জল ৮/১০
নিকাশি ৬/১০
পরিবহণ ৮/১০
যানজট ৫/১০

### ওয়ার্ডের বিশেষত্ব

'চেয়ারম্যানের ওয়ার্ড' হিসেবে এককালে পরিচিত ছিল এই এলাকা। জলপাইগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্রেই বলা যেতে পারে পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ভৌগোলিক অবস্থানটি। মুহুরিপাড়া, সুহৃদ লেন, কেরানিপাড়া, শিল্পসমিতিপাড়া, নিউ সার্কুলার লেন এবং মোহন্তপাড়ার একাংশ নিয়ে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডটি। এখানেই রয়েছে ছোট একটি শিশু উদ্যান।

### তদন্তের নির্দেশ জেলা শাসকের

# সরকারি নিয়ম না মেনে ছাত্র ভর্তির অভিযোগ

**দিব্যেন্দু সিনহা**

**জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি :** আসন সংখ্যার তুলনায় কীভাবে অত্যধিক ছাত্র ভর্তি নেওয়া হচ্ছে, সেই বিষয় নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিলেন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক। সম্প্রতি এই বিষয় নিয়ে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে। এদিকে লটারি হয়ে যাওয়ার পরেও সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ি শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্কুলের বিরুদ্ধে।

বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের বক্তব্য, নির্দিষ্ট কয়েকটি স্কুলে ছাত্র ভর্তির কারণে শহরের অন্যান্য সরকারি স্কুলে কোনওটিতে একজন কোনওটিতে দুজন ছাত্র, আবার কোনও স্কুলে কোনও ছাত্রই ভর্তি হয়নি। এখন থেকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামীদিনে এই সমস্ত স্কুলের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

এদিন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষ্মোহন রায় বলেন, 'জেলা শাসক একটি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এই বিষয় নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করছি।' এদিন বিকেলে প্রাথমিকে ছাত্র ভর্তির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ দপ্তরের পদস্থ কর্মীরা। জানা গিয়েছে, আগামীতে যারা লটারিতে ভর্তি হতে পারবে না তারা চেয়ারম্যানের কাছে ভর্তির আবেদন করবে। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যাবে না।

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পরেই অভিভাবকরা শহরের নির্দিষ্ট চারটি স্কুল ছাড়া অন্য স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন না।

এদিকে, ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের প্রাথমিক বিভাগ থেকে একবারে ২৫২ জনের নামের তালিকা পাঠিয়ে দেওয়ায় ছাত্রদের বসার জায়গা দেওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। যে কারণে উচ্চবিদ্যালয়ের তরফে অভিভাবকদের জানানো হয়, ১৫০ জনের বেশি ভর্তি নেওয়া হবে না। এর পরেই আন্দোলন শুরু করেন অভিভাবকরা। যদিও পরবর্তীতে সমস্ত ছাত্রকে ভর্তি নেওয়া হবে বলে জানায় বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু এই বিদ্যালয় নয়, এই রকম শহরে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় আছে যেখানে ছাত্রের চাপ রয়েছে। আর অন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছাত্রশূন্য হয়ে যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, এই বছর আনন্দ মডেল প্রাথমিক, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হোম প্রাইমারি, সন্দীপন প্রাথমিক সহ শহরের আরও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন ছাত্রছাত্রীও ভর্তি হয়নি। শুধু তাই নয়। দেশবন্ধু প্রগতি প্রাথমিকে মাত্র একজন ভর্তি হয়েছে। স্কুলে মোট ছাত্রসংখ্যা মাত্র ২। আনন্দ মডেল প্রাইমারিতে ২ জন, সাধুপাড়া প্রাথমিকে ১ জন ভর্তি হয়ে মোট ৭ জন, টোপামারি প্রাথমিকে ১ জন ভর্তি হয়ে মোট ছাত্র মাত্র ৯ জন।

এদিন এবিপিটিএ'র জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, বহু স্কুল রয়েছে, যেখানে ছাত্রসংখ্যা খুবই কম। এভাবে চলতে থাকলে আগামী বছর স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু লটারি হওয়ার পরেও কেন ওই সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হচ্ছে।

*জলপাইগুড়ি এফডিআই–তে অভিভাবকদের ভিড়। ছবি : সমীর*

আবার কীভাবে সরাসরি নামের তালিকা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে এড়িয়ে সরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বিষয় নিয়ে জেলা প্রাশাসনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল।

জেলা শাসক বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরকে। জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসুর বক্তব্য, 'আমার কাছে ছাত্র ভর্তির বিষয় নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

### রাজর্ষি দত্তের উপন্যাস

# বন্যপ্রাণের সঙ্গে বন্ধুত্বের বার্তা

**মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি :** বন্যপ্রাণ–মানুষের সংঘাত রোধে উপন্যাস লিখে সাড়া ফেললেন মাল শহরের বাসিন্দা লেখক রাজর্ষি দত্ত। 'দাও ফিরে' শিরোনামের উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর সেটি বিভিন্ন মহলে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। এর আগে চা বাগানের বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি ইংরেজিতে 'লিফ টু অ্যান্ড বাড ওয়ান' শীর্ষক বই লিখেছিলেন।

> অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাজর্ষিবাবু বইটি লিখেছেন। বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক। মাটির সঙ্গে যুক্ত। সকলেই সমৃদ্ধ হতে পারবেন।
>
> **– ডঃ চন্দন খাঁ**
> *অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়*

মাল শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনিতে রাজর্ষি দত্তের বাড়ি। দীর্ঘদিন ধরে চা বাগান কেন্দ্রিক পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সরাসরি বাগানে কাজের পাশাপাশি বাগান পরিচালক সংস্থার কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন। স্কুল জীবন দিনহাটাতে কেটেছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা। পরে চা এবং এমএসডব্লিউ পড়েছেন। বহু বছর ধরেই মাল শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। স্কুল জীবনে পত্রিকাতে লেখালেখি করতেন। ২০১৯ সালে তাঁর প্রথম ইংরেজিতে লেখা বই প্রকাশ পায়। সেই বইয়ে বন্ধ বাগান, বাগানের পরিবেশ, পরিযায়ী শ্রমিক ইত্যাদি নানা বিষয় উঠে আসে। করোনা পর্বে এবার বাংলা ভাষাতেই বই লেখার সিদ্ধান্ত নেন। ডুয়ার্সজুড়ে বন্যপ্রাণ–মানুষ সংঘাতের বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। সংঘাত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজর্ষিবাবু বন বিভাগের আধিকারিক, পরিবেশকর্মী, রেলবিভাগ সহ বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর তা ফুটিয়ে তোলেন তাঁর উপন্যাসে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষার আবেদনই তিনি তুলে ধরেছেন সেখানে। রাজর্ষি দত্ত বলেন, 'প্রথম বইটি লিখেছিলাম ইংরেজি ভাষায়। অনেকেই সেসময় বলেছিল বাংলাতেও লেখালেখি করতে। করোনার সময় সুযোগ পেয়েছি। কিছুটা অবকাশ কাজে লাগিয়ে বইটি লিখেছি। উপন্যাসের আকারেই লিখেছি। আশা করছি, সকলের কাছেই উপন্যাস আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কিছুটা সচেতনতা বাড়াতে পারলে সেটাই হবে বড় পাওনা।'

উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ চন্দন খাঁ বলেন, 'অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাজর্ষিবাবু বইটি লিখেছেন। বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক। মাটির সঙ্গে যুক্ত। সকলেই সমৃদ্ধ হতে পারবেন।' মাল শহরের পরিবেশকর্মী স্বরূপ মিত্রের কথায়, 'আমরা সকলেই চাই, পরিবেশ রক্ষা হোক। সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

*বই হাতে রাজর্ষি দত্ত। –সংবাদচিত্র*

*বৃহস্পতিবার মাল শহরের পম্পা হল মোড়ে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করা হচ্ছে। – সংবাদচিত্র*

# করোনা পরীক্ষায় জোর

**মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি :** মাল শহরে সংক্রমণ রুখতে বিভিন্ন এলাকায় করোনা পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার পম্পা হল মোড়ে ও মহকুমা হাসপাতালে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়।

মালবাজারে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। মাল পুরসভা সূত্রে খবর, নতুন করে মালে মোট ৮ জন করোনা সংক্রমিতের হদিস মিলেছে। বুধবার আরটি–পিসিআর পরীক্ষার জন্য যাঁদের লালার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ২ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। আর বৃহস্পতিবার র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে মোট ৬ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

শহর লাগোয়া তেশিমলা, কুমলাই, বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা রোজ পম্পা হল মোড় দিয়ে শহরে যাতায়াত করেন। বৃহস্পতিবার সকালে ওই মোড়ে মাস্কহীন মানুষকে ধরে ধরে করোনা পরীক্ষা করা হয়। মাল মহকুমা হাসপাতালেও এদিন করোনা পরীক্ষা করা হয়। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সবমিলিয়ে ৬৪ জনের র‍্যাট এবং ২৯ জনের আরটি–পিসিআর পরীক্ষা হয়েছে। মাল মহকুমার এসিএমওএইচ ডাঃ সুদীপ্ত মণ্ডল বলেন, 'টিকাকরণের জন্য ভ্রাম্যমাণ গাড়ির বন্দোবস্ত করেছে।' মাল মহকুমা হাসপাতালে এদিন মোট ৯১ জনকে টিকা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ২৬ জন করোনা প্রিকশন ডোজ পেয়েছেন। মাল পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কোঅর্ডিনেটর সুপ্রতিম দাস বলেন, 'আমরা জনগণকে সচেতন থাকতে বলেছি। পুলিশ শহরে মাইকযোগে প্রচার চালাচ্ছে। করোনাবিধি মেনে চলা, মাস্ক পরা, বারবার হাত স্যানিটাইজ করার আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কোনও স্থানে ভিড় না করা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।'

# ট্রেন বন্ধ শুনে শুনসান ধূপগুড়ি স্টেশন

**ধূপগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি :** দোমোহনিতে ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেসের রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হল। ধূপগুড়ি স্টেশনে রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ পৌঁছায় শিলচরগামী এই ট্রেনটি। এই ট্রেনের জন্য সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকেন স্থানীয় দোকানি থেকে গাড়িচালক সকলে। হোটেলগুলিতেও তৈরি হয় বাড়তি খাবার।

তবে ট্রেনের রুট ঘুরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানাজানি হতেই এদিন শুনসান হয়ে গেল স্টেশন চত্বর। ধূপগুড়ি স্টেশনের বাইরে চায়ের স্টল ও খাবারের দোকান রয়েছে অটল দাসের। তিনি বলেন, 'গভীর রাতে ওই ট্রেনটি যখন স্টেশনে থামে তখন প্রচুর যাত্রী নামেন। আমাদের ব্যবসাও দারুণ হয়। কিন্তু এবার প্রচুর জিনিস এবং কাঁচামাল নষ্ট হবে। মাঝরাতে ট্রেন এলে ঘণ্টাখানেকেই এক সপ্তাহের সমান ব্যবসা হয়। পুরোটাই মাটি আজ।'

তিনি আরও বলেন, 'ব্যবসায় যা ক্ষতি হবে তা সামলানো যাবে। কিন্তু যে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই ক্ষতি অপূরণীয়। একই সুর শোনা গেল স্টেশন চত্বরের ছোট গাড়ি ও টোটোচালকদের কথায়। তাঁরাও জানালেন, স্টেশনে অপেক্ষা করে আর লাভ নেই। ব্যবসা হবে না।' সবমিলিয়ে ময়নাগুড়ি ট্রেন দুর্ঘটনার ছাপ স্পষ্ট আশপাশের এলাকাতেও।

### স্কুল–কলেজ ফের বন্ধ

# কাজ খুঁজে নিচ্ছে পড়ুয়ারা

**বিদেশ বসু**

**মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি :** মাল শহরের বাজার রোডে সকালের দৈনিক বাজার। লাউ নিয়ে বিক্রি করতে হাজির দুই কিশোর! তাদের কথায়, 'স্কুল তো এখন বন্ধ। বাড়িতে সন্ধ্যায় পড়াশোনা করি। বাড়িতেই উৎপাদিত ফসল নিয়ে বিক্রি করি। এতে সংসারেও সুবিধা হয়।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, শুধু দুজন নয়। দীর্ঘ করোনা পরিস্থিতিতে কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে বহু কিশোর। স্কুল খুললে পড়ুয়াদের কত অংশকে স্কুলমুখী করা যাবে তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছে বিভিন্ন মহল। মালবাজারে প্রশাসন সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও আশ্বাস দিয়েছে।

কিছুদিন আগে করোনাবিধি মেনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য পঠনপাঠন চালু হয়। কিছু সময় পেরোতেই ফের করোনার বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হওয়ায় পঠনপাঠনে কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই সময় চা বাগানগুলোতে চা পাতা তোলা বন্ধ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই পড়ুয়ারা কর্মসংস্থানমুখী হয়ে পড়েছে। যাদের শিক্ষাঙ্গনে দেখার কথা ছিল, তারা অল্পবয়সে জীবনসংগ্রামে নেমে গিয়েছে। মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎপল পাল বলেন, 'পরিস্থিতি ঠিক হলে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নিতেই হবে। প্রয়োজনে দৈনিক শ্রেণিবিভাগ করতে হবে।' এসএফআইয়ের মাল লোকাল কমিটির সম্পাদক লিটন দাস বলেন, 'সরকারকেই কোভিডবিধি মেনে পড়ুয়াদের স্বার্থে উদ্যোগ নিতে হবে।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, শুধু দুজন নয়। দীর্ঘ করোনা পরিস্থিতিতে কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে বহু কিশোর। স্কুল খুললে পড়ুয়াদের কত অংশকে স্কুলমুখী করা যাবে তা নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছে বিভিন্ন মহল। মালবাজারে প্রশাসন সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও আশ্বাস দিয়েছে।

কিছুদিন আগে করোনাবিধি মেনে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য পঠনপাঠন চালু হয়। কিছু সময় পেরোতেই ফের করোনার বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হওয়ায় পঠনপাঠনে কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে বিভিন্ন মহলে। এই সময় চা বাগানগুলোতে চা পাতা তোলা বন্ধ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই পড়ুয়ারা কর্মসংস্থানমুখী হয়ে পড়েছে। যাদের শিক্ষাঙ্গনে দেখার কথা ছিল, তারা অল্পবয়সে জীবনসংগ্রামে নেমে গিয়েছে। মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎপল পাল বলেন, 'পরিস্থিতি ঠিক হলে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নিতেই হবে। প্রয়োজনে দৈনিক শ্রেণিবিভাগ করতে হবে।' এসএফআইয়ের মাল লোকাল কমিটির সম্পাদক লিটন দাস বলেন, 'সরকারকেই কোভিডবিধি মেনে পড়ুয়াদের স্বার্থে উদ্যোগ নিতে হবে।'

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মাল শহর কমিটির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে পঠনপাঠন চালু রয়েছে।' রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'আমরাও পড়ুয়াদের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তিত। তাদের পাঠদানের উদ্যোগ নেওয়া যায় কি না আমরা তা খতিয়ে দেখব।'

মাল ব্লক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার ডলি লেপচা বলেন, 'ব্লকস্তরে একটি বৈঠকে শিশুদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি। আমরা সজাগ রয়েছি।' মালের মহকুমা শাসক পিয়ুষ ভগবানরাও সালুনকের বক্তব্য, 'পড়ুয়াদের কোনও ক্ষেত্রেই যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে কথা বলব।'

# পৌষ–পার্বণ নিয়ে আর আগের মতো আগ্রহ নেই মালে

**মালবাজার, ১৩ জানুয়ারি :** রাত পোহালেই পৌষ–পার্বণ। তবু বাজার আর সেভাবে জমলই না। ব্যবসায়ীদের মুখ ভার।

ঐতিহ্য বজায় রেখে ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে পিঠেপুলি। মাল শহরে পৌষ–পার্বণের জন্য স্টেশন রোডে জমজমাট বাজার বসে। তবে বহুদিন ধরে চলা এই প্রথায় রাশ টানে করোনা। গত দু'বছর করোনা পরিস্থিতির জেরে বাজারের কেনাকাটায় ভাটা পড়ে। প্রভাব পড়েছে উৎসবেও। এবারও করোনা পরিস্থিতি দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। এর জেরে পৌষ–পার্বণের বাজার সেরকমভাবে জমেনি।

স্টেশন রোডের দোকানগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রীর কেজিপ্রতি দাম ছিল যথাক্রমে আখের গুড় ৫০, খেজুর গুড় ১২০, তিল ৩০০, নকুলদানা ১০০ টাকা। এক প্যাকেট মোয়া ১০ টাকা দামে বিক্রি হয়েছে। ব্যবসায়ী গৌতম পাল বলেন, 'ফের চোখ রাঙাতে শুরু করেছে করোনা ভাইরাস। সকলের কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ। আমরা করোনাবিধি মেনে মাস্ক পরে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তো সাজিয়েছিলাম। কিন্তু বিক্রি সেরকম হয়নি।'

> ফের চোখ রাঙাতে শুরু করেছে করোনা ভাইরাস। সকলের কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ। আমরা করোনাবিধি মেনে মাস্ক পরে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী তো সাজিয়েছিলাম। কিন্তু বিক্রি সেরকম হয়নি।
>
> **– গৌতম পাল**
> ব্যবসায়ী

ফুলের ব্যবসায়ী সুকল্যাণ পালের কথায়, 'আগে পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা ছিল। এখন সকলেই অনেক ভেবেচিন্তে পুজোর আয়োজন করেন। দোকান থেকে ফুল খুব একটা বিক্রি হয়নি।' তবে মাল শহরে এখনও কয়েকটা বাড়িতে পিঠেপুলি তৈরির কাজ চলছে। মাল শহরের দক্ষিণ কলোনির গৃহবধূ শর্বাণী সরকার বলেন, 'পৌষ–পার্বণের ঐতিহ্য বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। আমরা রকমারি পিঠেপুলি তৈরিতেও খামতি রাখিনি।'

অন্যদিকে, শহরের দক্ষিণ কলোনির শ্রীশ্রী বুড়াকালী যোগাশ্রম এবং নবগ্রহ মন্দিরেও উৎসব আয়োজনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। মন্দিরের তরফে চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী বলেন, 'আমরা করোনাবিধি মেনেই পুজো আয়োজন করছি। পৌষ সংক্রান্তির উষালগ্নে সানাই বাজানো হবে। সকালে ৫১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করার মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হবে। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত উৎসব চলবে।' জানা গিয়েছে, শুক্রবার শালবাড়ি মোড়ে কবির আশ্রমে নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

*পৌষ–পার্বণ উপলক্ষ্যে জমজমাট সেই বাজার এখন আর নেই। বৃহস্পতিবার মাল শহরে। –সংবাদচিত্র*